কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষাকোর্স লেভেল-০১ (১২তম ব্যাচ)

লেকচারশীট-৪

বিষয়: আল্লাহর ইচ্ছায় হওয়া, মনে মোহর মেরে দেয়া ইত্যাদি কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

❖ যেসকল উপশিরোনামে আলোচনা করা হবে

১. 'আল্লাহর ইচ্ছায় হওয়া' কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা
২. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' ধারণাটির কুফল
৩. এ ধারণাটি পূর্বেও চালু থাকার প্রমাণ
৪. 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়' কথাটির উৎস
৫. 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকলকিছু সংঘটিত হয়' কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
৬. 'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত: বিরোধী তথ্য ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের বিষয়ে করণীয়
৭. এ সমস্যার সমাধান
৮. আল্লাহর তৈরি ঐ প্রাকৃতিক আইনের বৈশিষ্ট্য
৯. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী পূর্বে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা
১০. কুরআন ও হাদীস থাকা 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ 'আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা' ধরা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে
১১. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী কয়েকটি আয়াত ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা
১২. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৩. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা
১৪. অন্তরে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা দিয়ে দেয়া বক্তব্যধারণকারী আয়াত এবং তার প্রচলিত ব্যাখ্যা
১৫. এ ধরনের আয়াতের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে চালু হওয়া কথাসমুহ
১৬. আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৭. আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. অনুধাবন, শ্রবন ও দৃষ্টিশক্তি উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়া সম্পর্কে কুরআন
১৯. আল্লাহর তৈরি বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম জানার উপায়সমূহ

---

১. 'আল্লাহর ইচ্ছায় হওয়া' কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা

➢ কোনটি সঠিক? আমরা এখানে এসেছি-

১. আল্লাহর ইচ্ছায় ২. আমাদের ইচ্ছায় ৩. উভয়টি সঠিক
৪. কোনোটি সঠিক নয় ৫. অন্যকিছু

কোন ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরের স্লাইডে আসা জনপ্রিয় গানটি রচিত হয়েছে?

এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া কত যত্নে বানাইয়াছেন সাঁই!
ছায়াবাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ
... ...
সর্প হইয়া দংশন কর, ওঝা হইয়া ঝাড়
হাকিম হইয়া হুকুম কর, পুলিশ হইয়া ধর

এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া কত যত্নে বানাইয়াছেন সাঁই!

অর্থাৎ প্রচলিত ধারণা হলো- আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মহাবিশ্ব ও মানুষের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়

২.'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়'ধারণাটির কুফল

১. দুষ্ট লোকেরা খারাপ কাজ করার যুক্তি খুঁজে পায়। তারা বলে, 'আল্লাহর চান বলেইতো আমরা এ (খারাপ) কাজটি করছি'।

২. মানুষ কষ্টসাধ্য বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কারণ, তারা ধরে নেয়- কষ্ট করে বা ঝুঁকি নিয়ে একটি কাজ করার পরও ঐ কাজের ফল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হবে। তাই অযথা কষ্ট করা বা ঝুঁকি নেয়ার দরকার কী?

৩. গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞানের সকল দিকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি আজ বিশ্বের অন্য সব জাতির তুলনায় ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে

যেমন-

ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যাপারে তারা মনে করেছে কষ্ট করে গবেষণা করে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঔষধ আবিষ্কার করার কী দরকার? রোগ ভালো হবে কি হবে না এটিতো আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল

খ. গবেষণা করে উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করা মুসলিমরা বেদরকারী মনে করেছে। কারণ, তারা ধরে নিয়েছে, যুদ্ধের ফলাফল আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র থাকলে ফলাফল যা হবে, না থাকলেও ফলাফল তাই হবে

---

৩. এ ধারণাটি পূর্বেও চালু থাকার প্রমাণ

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

অনুবাদ: আর মুশরিকরা বলে- আল্লাহ চাইলে আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করতে পারতাম না এবং (তার অনুমতি ছাড়া) কোনো কিছু নিষিদ্ধও করতে পারতাম না; তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করেছে; সুতরাং সুস্পষ্টভাবে (এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলদের উপর আর কোনো দায়িত্ব আছে কী? (নাহল/১৬ : ৩৫)

৪.'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়' কথাটির উৎস

❖ কুরআন

- তথ্য-১

مَنْ يَّشَاِ اللهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

সরল অনুবাদ: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন।

(আনআম/৬ : ৩৯)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালার তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ বিপথগামী হয় এবং সঠিক পথ পায়

- তথ্য-২

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط

সরল অনুবাদ: অত:পর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।

(বাকারাহ/২: ২৮৪)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: মানুষের ক্ষমা ও শাস্তি পাওয়া আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল

- তথ্য-৩

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَاللهُ رَبُّ الْعلَمِيْنَ .

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয় না যতোক্ষণ না রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (তাকবীর/৮১ : ২৯)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। সবকিছু হয় আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায়

- তথ্য-৪

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

সরল অনুবাদ: বলুন- রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দাও এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। সকল কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।(আলে-ইমরান/৩ : ২৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ব্যতীত কেউ রাজত্ব পায় না বা হারায় না। কেউ সম্মান পায় না বা অপমানিত হয় না

- হাদীস

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। প্রায়ই রাসূল (সা.) এই দোয়া করতেন-প্রভু! আমার মনকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত রাখ। একবার আমি বললাম- হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাতে এবং আপনি যে দ্বীন এনেছেন তাতে বিশ্বাস এনেছি। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে ভয় করেন? উত্তরে হুজুর বলেন- হ্যাঁ। কেননা, সকল মন আল্লাহ তায়ালার আংগুলসমূহের দু'টি আংগুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি নিজ ইচ্ছামত তা পরিবর্তন করে থাকেন। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিজি, হাদীস নং-২১৪০)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষের অন্তর পরিবর্তীত হয় । এ ধরনের আরো অনেক আয়াত ও হাদীস আছে যার প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে- আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মহাবিশ্বের সকল ঘটনা-দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

৫.'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকলকিছু সংঘটিত হয়'কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

- Common sense
  - দৃষ্টিকোণ-১
    - ❑ বাস্তবতা বিরুদ্ধ হওয়ার দৃষ্টিকোণ
  - ➢ কোনটি সঠিক? বাস্তবে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা না থাকলে-
    ১. কোন কাজ সংঘটিত হয় না ২. সকল কাজ সংঘটিত হয় ৩. বলা কঠিন

তাই, আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ ও মহাবিশ্বের সকল বিষয় সংঘটিত হয় কথাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব

- দৃষ্টিকোণ-২
  - ❑ অন্যায় কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করা অযৌক্তিক হওয়ার দৃষ্টিকোণ
  - ➢ কোনটি সঠিক? আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কাজ সংঘটিত হলে অন্যায় কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করা-
    ১. যৌক্তিক হয় ২. অযৌক্তিক হয় ৩. বলা কঠিন
- দৃষ্টিকোণ-৩
  - ❑ পরকালে কর্মের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া ন্যায় বিচার না হওয়ার দৃষ্টিকোণ
  - ➢ কোনটি সঠিক আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কাজ সংঘটিত হলে পরকালে কর্মের ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া-
    ১. ন্যায়বিচার হয় ২. ন্যায়বিচার হয় না ৩. বলা কঠিন

তাই, এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায়- নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু সংঘটিত হয়' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়

- কুরআন
  - তথ্য-১

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ .

অনুবাদ: মানুষ শুধু তাই পায় যার জন্য সে চেষ্টা-সাধনা করে (কর্মপ্রচেষ্টা চালায়)। (নাজম/৫৩ : ৩৯)

- তথ্য-২

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فق فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لا

অনুবাদ: আর বলো- এ সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে; সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা প্রত্যাখান করুক। (কাহাফ/১৮ : ২৯)

- তথ্য-৩

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

অনুবাদ: মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। (রুম/৩০ : ৪১)

- তথ্য-৪

اِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির অবস্হার পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না জাতির লোকেরা নিজেদের অবস্হার পরিবর্তন করে। (রা'দ/১৩ : ১১)

- তথ্য-৫

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا .

অনুবাদ: আমি তাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এখন তারা (নিজ ইচ্ছায় তা অনুসরণ করে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে) শোকরকারী হতে পারে অথবা অমান্যকারী হতে পারে। (দাহর/৭৩ : ৩)

- তথ্য-৬

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ .

অনুবাদ: তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা তোমাদের নিজ হাতের অর্জন। আর আল্লাহ নিজ থেকে অনেক (বিপদ) মাফ করে দেন। শুরা/৪২ : ৩০)

- তথ্য-৭

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ط

অনুবাদ: আর তোমার উপর যে বিপদ আসে তা তোমার নিজ অর্জন।(নিসা/৪ : ৭৯)

এগুলোসহ আরো অনেক আয়াতের সরাসরি বক্তব্য থেকে জানা যায়- ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভুমিকা আছে।

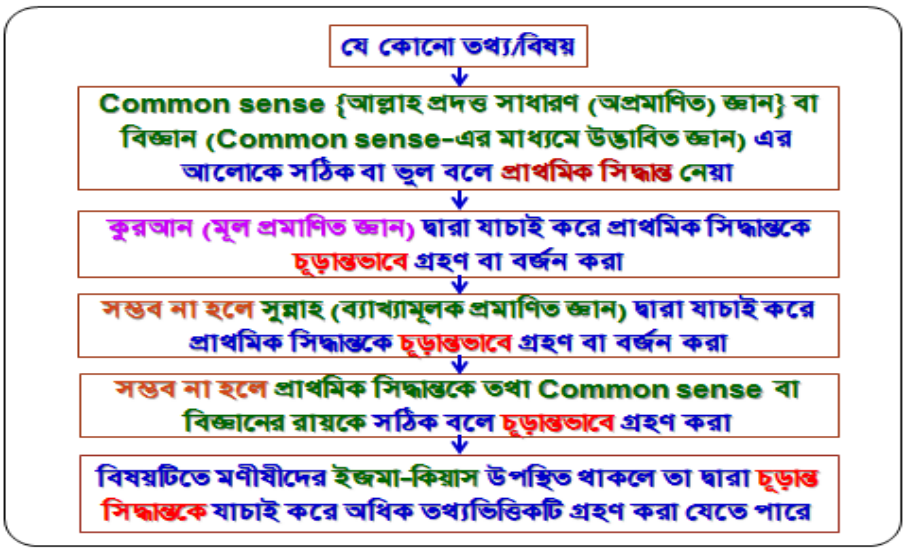

তাই, এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায়- নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকল কিছু সংঘটিত হয়' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

❖ হাদীস

- হাদীস-১

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো- হে আল্লাহর রাসূল! (হারিয়ে না যাওয়ার ব্যাপারে) আমি উটকে বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) করবো, না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো? তিনি বললেন- উটকে আগে বেঁধে রাখো, তারপর তাওয়াক্কুল করো।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তিরমিজি,হাদীস নং-২৫১৭)
ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- উট হারিয়ে না যাওয়া তথা ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভুমিকা আছে

- হাদীস-২

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন- রাসূল সা. বলেছেন- সকল রোগের জন্যে চিকিৎসা (ঔষধ) আছে। যখন সঠিক ঔষধ রোগের জন্যে প্রয়োগ করা হয় তখন রুগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে উঠে।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম,হাদীস নং-২১)
ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- রোগ চিকিৎসা তথা ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভুমিকা আছে
এ ধরনর আরো হাদীস আছে যার সরাসরি অর্থ থেকে জানা যায়- ঘটনা-দূর্ঘটনা সংঘটিত হতে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভুমিকা রয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সকলকিছু সংঘটিত হয় কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়' রায়টি হাদীস সরাসরিভাবে সমর্থন করে।

---

৬. 'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত: বিরোধী তথ্য ধারণকারী আয়াত ও হাদীসের বিষয়ে করণীয়

ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পেলাম- 'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত: বিরোধী তথ্য ধারণকারী আয়াত ও হাদীস উপস্থিত আছে
কিন্তু কুরআন বলছে-
তাই, 'ইচ্ছা' সম্পর্কিত আপাত: বিরোধী তথ্য ধারণকারী আয়াত বা হাদীসের বিষয়ে আমাদের তথা মুসলিম জাতির করণীয় হলো- আয়াত ও হাদীসসমূহের এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা বের করা যা পরস্পর সম্পূরক হবে। বিরোধী হবে না।

---

৭. এ সমস্যার সমাধান

- ইচ্ছার প্রকারভেদ
    ১. তাৎক্ষণিক ইচ্ছা (Instantaneous wish)
    ২. অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা (Non-instantaneous wish)
- তাৎক্ষণিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় কার্য সম্পাদনের সময়
- অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রামের (প্রাকৃতিক আইন, নিয়ম-কানুন, নীতিমালা, বিধি-বিধান) মাধ্যমে
- আল্লাহ তা'য়ালা মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে সকল কিছুর জন্য দুই ধরনের প্রোগ্রাম করে রেখেছেন-
    ১. সফল হওয়ার প্রোগ্রাম
    ২. ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম

এ তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ .

অনুবাদ: আর আমরা তাকে (মানুষকে) উভয় (সঠিক ও ভুল) পথের পথনির্দেশ করেছি (প্রোগ্রাম জানিয়ে দিয়েছি)। (বালাদ/৯০ : ১০)
তাই-

১. কোনো কাজ সফল হয় তখন যখন- ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করে। অর্থাৎ সফলতার অর্থ হলো- মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা, আল্লাহর সফলতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা (সফলতামূলক প্রোগ্রাম) অনুযায়ী হওয়া

২. কোনো কাজে ব্যর্থ হয় তখন যখন- ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি ব্যর্থ হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ করে। অর্থাৎ ব্যর্থতার অর্থ হলো- মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্ম প্রচেষ্টা, আল্লাহর ব্যর্থতামূলক অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা (ব্যর্থতামূলক প্রোগ্রাম) অনুযায়ী হওয়া।

---

৮. আল্লাহর তৈরি ঐ প্রাকৃতিক আইনের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. সেখানে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে স্হান দেয়া আছে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সাহসিকতা, ত্যাগ, একতা ইত্যাদি

২. সেখানে আছে আল্লাহর নির্দিষ্ট করা ও জানা কিন্তু মানুষের অজানা বা জানা আরো অসংখ্য অনুঘটক (Factor)

৩. আল্লাহ ব্যতীত কেউ ঐ প্রাকৃতিক আইনের বিধান পরিবর্তন করতে পারে না

---

৯. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী পূর্বে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা

❖ কুরআন

- তথ্য-১

مَنْ يَّشَاِ اللهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অনুবাদ: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন।(আনআম/৬ : ৩৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিপথগামী ও সঠিক পথ পাওয়ার প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান/প্রাকৃতিক আইন/নিয়ম-নীতি) অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ফলে কেউ বিপথগামী হয় এবং কেউ সঠিক পথ পায়

- তথ্য-২

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَاللهُ رَبُّ الْعلَمِيْنَ .

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের ইচ্ছায় কিছুই হয় না যতোক্ষণ না রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (তাকবীর/৮১ : ২৯)

সঠিক ব্যাখ্যা: আর তোমাদের তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কিছুই সংঘটিত হয় না। ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় যখন আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী তোমাদের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হয়।

- তথ্য-৩

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط

সরল অনুবাদ: অত:পর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। (বাকারাহ/২: ২৮৪)

সঠিক ব্যাখ্যা: আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান) অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কেউ ক্ষমা ও কেউ শাস্তি পায়

কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া গুনাহ মাফের সে প্রোগ্রাম হলো-

- কবীরা (বড়) গুনাহ মাফ হয় শুধুমাত্র মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে করা তাওবার মাধ্যমে
- মানুষের হক ফাঁকী দেয়া মূলক কবীরা (বড়) গুনাহ মাফ পেতে হলে হক ফেরত দেয়ার পর তাওবা করতে হবে

- কবীরা (বড়) গুনাহ ভিন্ন অন্য গুনাহ নেক আমল, দোয়া. শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে মাফ হয়

তথ্য-৪

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

অনুবাদ: বলো- রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ,তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দাও এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। সকল কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।(আলে-ইমরান/৩ : ২৬)

সঠিক ব্যাখ্যা: বলুন- রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ, তোমার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তোমার তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে কেউ রাজত্ব পায় এবং কেউ রাজত্ব হারায়; কেউ সম্মান পায় এবং কেউ অপমানিত হয়; সকল কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত; নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

---

১০. কুরআন ও হাদীস থাকা 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ 'আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা' ধরাযে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে

কারণ-১

কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা, ইত্যাদির যথাযথ ভূমিকা থাকে

কারণ-২

কর্মফলের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যৌক্তিক হয়। কারণ, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য আছে

কারণ-৩

আমলের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে জান্নাতের পুরস্কার বা জাহান্নামের শাস্তি দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক হয়

কারণ-৪

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব (উলুহিয়াত বা রুবুবিয়াত) বজায় থাকে। (সকল ঘটনা-দূর্ঘটনা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয় এবং তিনি ছাড়া কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না)

কারণ-৫

কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা.) এর হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী না হয়ে সম্পূরক হয়

কারণ-৬

Common sense-এর সম্পূরক হয়

---

১১. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত অর্থকতটুকু বুঝতে পারা গেছে সে বিষয়ে একটি পরীক্ষা

وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا . اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ز وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا .

সরল অনুবাদ: কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি করবো। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া; ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে- আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক পথের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।
(কাহাফ/১৮ : ২৩, ২৪)

আয়াতখানির ব্রাকেটের স্থানে কি শব্দ বা কথা হবে?

কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি (.....) করবো। যদি না আল্লাহ (.....) ইচ্ছা করেন; ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে- আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি স্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।

ব্রাকেট পূর্ণ করে অনুবাদ:

কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি (শতভাগ সঠিকভাবে) করবো। যদি না আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করেন; ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে- আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি স্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।

আয়াতখানির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:

কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি শতভাগ সঠিকভাবে করবো। এটি সম্ভব নয়। কারণ, একটি কাজ, আল্লাহর তৈরি সফল হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী শতভাগ নিখুতভাবে পালন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে রবকে স্মরণ করে দোয়া করতে হবে- হে আমার রব! কাজটির শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি স্থানের দিকে আমাকে পথ দেখান।

---

১২. 'আল্লাহর অনুমতিতে হওয়া' কথাটি থাকা আয়াতের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

❖ 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী কয়েকটি আয়াত ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤمِنَ إِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।(ইউনুস/১০ : ১০০)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি না দিলে কেউ ঈমান আনতে পারে না

তথ্য-২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِاِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ط

সরল অনুবাদ: আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অনুমতি সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে। (আলে-ইমরান/৩: ১৪৫)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাৎক্ষণিক অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হয় না

তথ্য-৩

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّابِاِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর (যাদুর) মাধ্যমে তারা (কারো) কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। (বাকারা/২ : ১০২)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া তারা যাদুর দ্বারা মানুষের ক্ষতি করতে পারতো না

তথ্য-৪

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

সরল অনুবাদ: আমরা এ উদ্দেশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে (নিসা/৪ : ৬৪)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: প্রত্যেক রাসূলকে আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতির আলোকে আনুগত্য করার জন্য পাঠানো হয়েছে

তথ্য-৫

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের (মু'মিনদের) মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর অনুমতিতে দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে।(আনফাল/৮ : ৬৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা: আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতিতে দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে

এ ধরনের আরো আয়াত কুরআনে আছে। আর এর প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে- মানুষ ও মহাবিশ্বের সকল ঘটনা-দূর্ঘটনা ও তার ফল আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতির আলোকে হয়

১৩.'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

Common sense ও কুরআনের যে সকল দলিলের ভিত্তিতে 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটি ধারণকারী (অধিকাংশ) আয়াত ও হাদীসের অর্থ 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছা' ধরা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আমরা জেনেছি, সে একই কারণে 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী (অধিকাংশ) আয়াতের অর্থ 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক অনুমতি' ধরা গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

১৪. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি ধারণকারী আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

❖ অনুমতি দু'ধরনের-

1. 'তাৎক্ষণিক অনুমতি' (Instanteneous Permission)
2. 'অতাৎক্ষণিক অনুমতি' (Non-instanteneous Permission)

- তাৎক্ষণিক অনুমতি: যে অনুমতি দেয়া হয় কার্যসম্পাদনের পূর্ব মুহূর্তে
- অতাৎক্ষণিক অনুমতি: যে অনুমতি দেয়া হয় কার্যসম্পাদনের পূর্বে তৈরি করা প্রোগ্রামের (বিধি-বিধান/নীতিমালা /প্রাকৃতিক আইন) মাধ্যমে

উদাহরণ

ধরুন, একমাস আগে আপনি গ্রামের বাড়ীতে আপনার ছোট ভাইয়ের নিকট ১০, ০০০ টাকা রেখে বলে এসেছেন- অমুক অবস্হার কোন ব্যক্তি এসে সাহায্য চাইলে তাকে ঐ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা দিয়ে দিতে। গতকাল ঐ ধরনের এক ব্যক্তি এসে সাহায্য চাইলে আপনার ছোট ভাই তাকে ১,০০০ টাকা দিয়েছে

➢ কোনটি সঠিক? আপনার ভাই ঐ টাকা দিয়েছে আপনার-

১. অনুমতি ছাড়া ২. তাৎক্ষণিক অনুমতিতে ৩. অতাৎক্ষণিক অনুমতিতে ৪. বলা কঠিন

---

১৫. 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটির অর্থ আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম ধরলে পূর্বে উল্লিখিত আয়াত সমূহের যে অর্থ ও ব্যাখ্যা দাঁড়ায়-

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না।(ইউনুস/১০ : ১০০)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহ অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্ঠা-সাধনা না হলে কেউ ঈমান আনতে পারে না

তথ্য-২

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ط

সরল অনুবাদ: আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর অনুমতি সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে। (আলে-ইমরান/৩: ১৪৫)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি ছাড়া তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী মৃত্যুর অনুঘটকের সমন্বয় না হলে কারো মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর ঐ প্রোগ্রাম সুস্পষ্টভাবে (উম্মুল কিতাবে) লিপিবদ্ধ আছে

- তথ্য-৩

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّابِاِذْنِ اللهِ.

সরল অনুবাদ: তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এর (যাদুর) মাধ্যমে তারা (কারো) কোন ক্ষতি করতে পারতো না। (বাকারা/২ : ১০২)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রয়োগ না করলে তারা যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি করতে পারতো না

- তথ্য-৪

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

সরল অনুবাদ: আমরা এ উদ্দেশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে।(নিসা/৪ : ৬৪)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আমরা এ উদ্দেশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে

- তথ্য-৫

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

সরল অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। (আনফাল/৮ : ৬৬)

প্রকৃত ব্যাখ্যা: আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন হলে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে

---

১৬. কুরআন ও হাদীস থাকা ‘আল্লাহর অনুমতি’ কথাটির অর্থ ‘আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি’ ধরা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে

- কারণ-১

  কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সাহসিকতা, একতা, ইত্যাদির যথাযথ ভূমিকা থাকে

- কারণ-২

  কর্মফলের জন্যে মানুষকে দায়ী করা যৌক্তিক হয়। কারণ, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মূল্য আছে

- কারণ-৩

  আমলের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে জান্নাতের পুরস্কার বা জাহান্নামের শাস্তি দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক হয়

- কারণ-৪

  আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব (উলুহিয়াত বা রুবুবিয়াত) বজায় থাকে। (সকল ঘটনা-দূর্ঘটনা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয় এবং তিনি ছাড়া কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না)

- কারণ-৫

  কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা.) এর হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী না হয়ে সম্পূরক হয়

- কারণ-৬

  Common sense-এর সম্পূরক হয়

---

১৭. ‘আল্লাহ কাফির-মুশরিকদের মন ও কানে মোহর এবং চেখে পর্দা দিয়ে দিয়েছেন তাই তারা ঈমান আনে না’ বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

- এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী কয়েকটি আয়াত ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যা মনে ও চোখে পর্দা দিয়ে দেয়ামূলক বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যাঅন্তরে ও চোখে পর্দা দিয়ে

- তথ্য-১

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝.

(বাকারা/২ : ৬-৭)

সরল অনুবাদ: নিশ্চয় যারা (কুরআন ও সুন্নাহ) অস্বীকার করে তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের মনে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন; আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ; আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

- তথ্য-২

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ .

(জাসিয়া/৪৫ : ২৩)

অনুবাদ: তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো যে নিজ খেয়াল-খুশীকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ স্বজ্ঞানে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন, অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

- তথ্য-৩

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

অনুবাদ: (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হয়েও (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলো; তারা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে থেকেই সন্তুষ্ট ছিলো; আল্লাহ তাদের মনসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন তাই (অনেক কিছু) তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না।(তাওবা/৯ : ৯৩)

---

১৮. এ ধরনের আয়াতের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে চালু হওয়া কথাসমুহ

আল্লাহ কাফির ও মুশরিকদের-

১. মনে তাৎক্ষণিকভাবে মোহর মেরে দেন। তাই তারা কুরআন-সুন্নাহ পড়ে বা শুনে বুঝতে পারে না

২. কানে তাৎক্ষণিকভাবে পর্দা দিয়ে দেন । তাই তারা আল্লাহ ও রাসূল তথা কুরআন ও সুন্নাহর কথা শুনে বুঝতে পারে না

৩. চোখে তাৎক্ষণিকভাবে পর্দা দিয়ে দেন। তাই তারা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা উদাহরণ দেখেও ঈমান আনতে পারে না

---

১৯. আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

- কোনটি সঠিক? আল্লাহ যদি কাফির ও মুশরিকদের মনে ও কানে তাৎক্ষণিকভাবে মোহর এবং পর্দা লাগিয়ে দেন তবে তারা কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে বা বাস্তব উদাহরণ দেখে শিক্ষা নিয়ে ঈমান আনতে-
  ১. পারবে ২. অবশ্যই পারবে না ৩. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? কাফির ও মুশরিকদের অন্তরে ও কানে তাৎক্ষণিকভাবে মোহর এবং পর্দা লাগিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাদের-
  ১. গুনাহ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করেন
  ২. গুনাহ করতে বাধ্য করেন
  ৩. বলা কঠিন

কিন্তু আল্লাহ বলেছেন-

اِنَّ اللهَ لاَيَأمُرُ بِالْفَحْشَاء .

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজ করার নির্দেশ দেন না। (আরাফ/৭ : ২৮)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানেও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে অন্য কারো ইবাদাত তথা গুনাহের কাজ করতে নির্দেশ দেননি

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ... ...

অনুবাদ: অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁর দাসত্ব করতে ... ... (বাইয়্যেনা/৯৮ : ৫)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে অন্য কারো ইবাদাত তথা গুনাহের কাজ করতে নির্দেশ দেননি।

- কোনটি সঠিক? 'মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা পড়ে যাওয়া'- তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রচলিত ব্যাখ্যা-

১. গ্রহণযোগ্য হবে ২. গ্রহণযোগ্য হবে না ৩. গ্রহণযোগ্য হতেও পারে ৪. বলা কঠিন

---

২০. 'মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা লাগিয়ে দেয়া' বক্তব্য ধারণকারী আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা

❖ আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে ৩টি বিষয় আগে বুঝে নিতে হবে-

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা

২. Common sense উৎকর্ষিত এবং অবদমিত হওয়া এবং তার পদ্ধতি

৩. মন, কান ও চোখে তালা বা পর্দা লেগে যাওয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যা এবং এটি যেভাবে ঘটে।

আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা

আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি দু'ধরনের-

১. তাৎক্ষণিক (Instanteneous)

২. অতাৎক্ষণিক (Non-instanteneous)

প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি 'তাৎক্ষণিকভাবে' সংঘটিত হওয়া বলতে বুঝায়- বিষয়গুলো মানুষ কাজ আরম্ভ করার পূর্বমুহূর্তে সংঘটিত হওয়া। উদাহরণ-

একজন মানুষ একটি বিষয় বুঝতে চেষ্টা করছে কিন্তু ঐ সময় তার মনে তালা মেরে দেয়া হলো তাই সে তা বুঝতে পারলো না- এটি হলো তাৎক্ষণিকভাবে তালা মেরে দেয়া। তাই, প্রদান করা, মেরে দেয়া, লাগিয়ে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি 'অতাৎক্ষণিকভাবে' সংঘটিত হওয়া বলতে বুঝায়- মানুষ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া। উদাহরণ-

১,৫০০ বছর পূর্বে নাযিল হওয়া কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন- ধনী মানুষ চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। একজন ধনী মানুষ চুরি করার পর আজ (রাষ্ট্রীয়ভাবে বিচার করে) তার হাত কেটে দেয়া হলো- এ শাস্তিটি দেয়া হলো আল্লাহর অতাৎক্ষণিক আদেশ অনুযায়ী। তাই, কুরআন ও হাদীসের যে সকল স্থানে আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা, মেরে দেয়া, আদেশ করা ইত্যাদি কথা আছে, অধিকাংশ স্হানে তার অর্থ হবে- আল্লাহ কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে তথা আল্লাহ তা'য়ালার পূর্বে তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া

Common sense উৎকর্ষিত এবং অবদমিত হওয়া এবং তার পদ্ধতি

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয়। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি Common sense)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense-কে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense-কে) অবদমিত করবে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যা দ্বারা (কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। (হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ তথা সত্য বিষয় সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারার কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense -এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

Common sense যেমন উৎকর্ষিত হয় তেমন তা অবদমিতও হয়। আর এটি হয়- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ তথ্য এবং মিথ্যা ঘটনা, কাহিনী জানা ও তা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে।

<u>মন, কান ও চোখে তালা বা পর্দা পড়ে যাওয়া বিষয়টির ব্যাখ্য এবং এটি যেভাবে ঘটে</u>

মানুষের Common sense-এ যদি একটি বিষয় না থাকে তাহলে চোখ সেটি দেখে না তথা দেখেও তার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না। এ তথ্যটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

What mind does not know eye will not see. বিষয়টি ঠিক তেমনই যেমন- চিকিৎসা বিদ্যায় রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না

আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে প্রোগ্রাম করে রেখেছেন যে- মানুষ যদি কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান বা বাস্তবতা বিরুদ্ধ বিষয় জানা, বুঝা, গবেষণা এবং তার উপর আমল চালিয়ে যেতে থাকে তবে তার আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি Common sense ধীরে ধীরে অবদমিত হতে থাকবে। এক স্তরে এসে ঐ ধরনের মানুষের Common sense এমনভাবে অবদমিত হয়ে যাবে যে সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত, নবী-রাসূলগণের সুন্নাহ বা সত্য বিষয় দেখে, পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা বুঝতে পারার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে

এ অবস্থাকে আল্লাহ বলেছেন- মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা পড়ে যাওয়া।

<u>তাই 'মনে ও কানে মোহর এবং চোখে পর্দা পড়ে যাওয়া'- তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হবে এরুপ-</u>

❖ তথ্য-১

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝.

(বাকারা/২ : ৬-৭)

সরল অনুবাদ: নিশ্চয় যারা (কুরআন ও সুন্নাহর বিষয়গুলো) অস্বীকার করে তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের মনে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন; আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ; আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

প্রকৃত ব্যাখ্যা:

যারা কুরআন ও সুন্নাহ তথা সত্য বিষয়গুলো অস্বীকার করে তাদের তুমি সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান। আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনবে না। কারণ, আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম হলো- যারা কুরআন, সুন্নাহ ও বাস্তবতা বিরুদ্ধ বিষয় জানা, বুঝা, গবেষণা ও আমল করা নিয়ে মশগুল থাকে তাদের মনে ও কানে মোহর লেগে যাবে। ফলে তারা ঐসব বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারবে না। আর এর ফলস্বরূপ তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে

❖ তথ্য-২

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ .

(জাসিয়া/৪৫ : ২৩)

অনুবাদ: তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো, যে নিজ খেয়াল-খুশীকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ স্বজ্ঞানে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কান ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা এঁটে দিয়েছেন, অতএব আল্লাহর পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

প্রকৃত ব্যাখ্যা:

তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছো, যে নিজ খেয়াল-খুশীকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিজ খেয়াল-খুশীকে ইলাহ বানিয়ে নেয়ার কারণে আমার তৈরী প্রোগ্রাম অনুযায়ী তার কান ও মনে মোহর লেগে গেছে এবং তার চোখের উপর পর্দা পড়ে গেছে। এ কারণে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কাফির, মুশরিক ও নিজ খেয়াল-খুশীকে ইলাহ বানিয়ে নেয়া ব্যক্তি তথা কুরআন ও সুন্নাহ বিরুদ্ধ বিষয় নিয়ে চিন্তা, ভাবনা, গবেষণা ও আমল করা নিয়ে ব্যক্তিদের কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সতর্ক করা আর না করা সমান। কারণ, আল্লাহর তৈরী করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী অবদমিত হতে হতে একদিন তাদের Common sense-এ মোহর লেগে যায়। তখন, তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর তা বুঝতে পারে না। তাই তারা ঈমান আনে না বা আনতে পারে না। আর এ জন্য তাদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

❖ তথ্য-৩

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

অনুবাদ: (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হয়েও (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলো; তারা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে থেকেই সন্তুষ্ট ছিলো; আল্লাহ তাদের মনসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন তাই (অনেক কিছু) তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না।(তাওবা/৯ : ৯৩)

প্রকৃত ব্যাখ্যা:

(ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ তো কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তবান হয়েও (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) তোমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলো; তারা পিছনে থেকে যাওয়াদের সাথে থেকেই সন্তুষ্ট ছিলো; আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুযায়ী তাদের মনসমূহে মোহর পড়ে গেছে, তাই অনেক কিছু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতায় আসে না।

<u>আল্লাহর তৈরি বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম জানার উপায়সমূহ</u>

➢ কোনটি সঠিক? মানুষের জীবনের সকল দিকের প্রোগ্রাম (বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন) যদি আল্লাহ মানুষকে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বা গবেষণার মাধ্যমে বের করে নিয়ে পালন করতে বলতেন তাহলে-

১. মানুষের দুঃখের কোনো সীমা থাকতো না ২. মানুষ শান্তিতে থাকতো

৩. মনে হয় মানুষ শান্তিতে থাকতো ৪. বলা কঠিন

মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা। তাই তিনি তাঁর তৈরী করা প্রোগ্রাম (কদর বা তাকদীর) মানুষকে জানানোর বিভিন্ন ব্যবস্হা করেছেন বা জানার উপায় বলে দিয়েছেন। সে ব্যবস্হাগুলো হলো-

১. কিতাবের মাধ্যমে

কিতাবের মাধ্যমে মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় (মূল প্রোগ্রাম ও অন্যান্য বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক প্রোগ্রাম ও অন্যান্য বিষয়) ও দু'-একটি অমৌলিক বিষয় (প্রোগ্রাম ও অন্যান্য বিষয়) জানিয়েছেন। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন

২. সুন্নাহর মাধ্যমে

নবী-রাসূলগণের সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে বাকী থাকা দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় ও অসংখ্য অমৌলিক বিষয়। তবে এখানে কিতাবে উল্লিখিত সকল বিষয়ও উপস্থিত আছে।

৩. চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে

আল্লাহর তৈরী সকল প্রোগ্রাম বিস্তারিতভাবে কুরআন সুন্নাহে সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে তা আছে প্রকৃতিতে

কুরআনে থাকা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামের কিছু উল্লেখিত আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিত আকারে

তাই আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense এর আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে ঐ প্রোগ্রামগুলো আবিষ্কার (Discover) করে কাজে লাগানোর জন্য বার বার বলেছেন বা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন

ঐ গবেষণা তিনি কোনো কালের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করেননি।

ঐ গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে সকল যুগের যোগ্য মানুষদের কিয়ামত পর্যন্ত। ঐ গবেষণা করতে হবে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় সকল বিষয় নিয়ে। আর ঐ গবেষণা দু'ভাবে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে-

১. আবিষ্কার হওয়া বিষয়ের সরাসরি কল্যাণ

২. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার কল্যাণ

দ্বিতীয় কল্যাণের বিষয়টি কুরআন উল্লেখ করেছে এ ভাবে-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতোক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। (হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরী করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

<u>কুরআন ও সুন্নাহে যে সকল বিষয়ের প্রোগ্রাম উল্লিখিত আছে তার কয়েকটি</u>

০১. সৎ মানুষ তৈরীর প্রোগ্রাম

০২. সুখী পরিবার তৈরীর প্রোগ্রাম

০৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ার প্রোগ্রাম

০৪. সামাজিক সাম্য তৈরীর প্রোগ্রাম

০৫. সুখী সমাজ তৈরীর প্রোগ্রাম

০৬. দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রোগ্রাম

০৭. কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম
০৮. সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম
০৯. সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি নির্মূলের প্রোগ্রাম
১০. যুদ্ধ জয়/পরাজয়ের প্রোগ্রাম
১১. রাষ্ট্র পরিচালনার প্রোগ্রাম
১২. পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গঠনের প্রোগ্রাম
১৩. ব্যবসা-বাণিজ্য করার প্রোগ্রাম
১৪. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রোগ্রাম
১৫. পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকার প্রোগ্রাম
১৬. পরকালে অশান্তিতে থাকার প্রোগ্রাম
১৭. শরীর-স্বাস্থ্য গঠনের প্রোগ্রাম
১৮. যুদ্ধের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রোগ্রাম
১৯. মহাকাশ অভিযানের প্রোগ্রাম
২০. রোগ প্রতিরোধের প্রোগ্রাম
২১. HIV ও AIDS থেকে বাঁচার প্রোগ্রাম
২২. পোশাক-পরিচ্ছদের প্রোগ্রাম।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!